যুগান্তর

তারিখ ... 03 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

শাবির ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির চেষ্টা

বিশেষ বাসে করে ৩২ ভর্তিচ্ছুকে পাঠায় গুগল কোচিং

সংগ্রাম সিংহ, *সিলেট থেকে*

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুদের নিয়ে বিশেষ বাস পাঠানো হয়েছিল বগুড়ার গুগল ইনফরমেশন সেন্টার অ্যান্ড কোচিং সেন্টার থেকে। গুগলের ব্যানারে আসা ওই বাসের তত্ত্বাবধানে ছিল তিন জালিয়াত। বাসে যাত্রী ছিল ৩২ জন। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ছাড়াও ওই বাসে ছিলেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও। তাদের সঙ্গেই ছিল ভর্তি পরীক্ষার্থীদের কাছে উত্তর পাঠানোর জন্য বিশেষ ডিজিটাল যন্ত্র। পথে বাসে বসেই এ যন্ত্র ব্যবহারের তালিম চলছিল। কিন্তু শাবির পার্শ্ববর্তী কুমারগাঁও পৌঁছার পর ওই বাসে জালালাবাদ থানা পুলিশ হানা দিলে সব তছনছ হয়ে যায়। নকল সরবরাহের বিশেষ ক্যালকুলেটর গাড়িতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে শুরু হয় দিগ্বিদিক দৌড়। এ সময় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় বগুড়ার গুগল কোচিং সেন্টারের সহকারী পরিচালক ঈশান ইমতিয়াজ হৃদয়। রিমান্ড শেষে আদালতে সে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। হৃদয়ের পাশাপাশি জালিয়াত চক্রের অন্যতম সদস্য শাবি ছাত্রলীগকর্মী আল আমীনও আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে।

ঈশান ইমতিয়াজ হৃদয় আদালতকে জানায়, সে বগুড়ার গুগল ইনফরমেশন সেন্টার অ্যান্ড কোচিং সেন্টারের খণ্ডকালীন শিক্ষক। জিসান ওই সেন্টারের পরিচালক। এর সূত্র ধরে জিসানের সঙ্গে সম্পর্ক। ভর্তি পরীক্ষার আগে জিসান বলে, শাবিতে ভর্তিচ্ছু কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সিলেট গেলে ৫ হাজার টাকা দেবে। এর সঙ্গে সিলেট ঘুরে দেখারও সুযোগ হবে। এমন আশ্বাসেই গুগলের বিশেষ বাসের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সিলেটে আসে সে। হৃদয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের শেষবর্ষের ছাত্র। থাকে শহীদ সালাম বরকত হলে। বাড়ি বগুড়া সদরের গোকুল এলাকায়। বাবার নাম আবদুল ওয়াহিদ।

একই মামলার আসামি শাবি ছাত্রলীগকর্মী আল আমীন আদালতকে জানায়, বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে পড়ার সময়েই কলেজের পাশে থাকা গুগল কোচিং সেন্টারের পরিচালক আবিরের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সিলেটে আসার পরও মোবাইল ফোনে যোগাযোগ ছিল। শাবির ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আবির ফোন করে বলে, ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী থাকলে সে ব্যবস্থা করতে পারবে। এমন আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে সে গত পরীক্ষায় চান্স না পাওয়া বন্ধু নাজিম আহমেদ দীপ্তর কথা আবিরকে বলে। তখন আবির বলে, দীপ্তর মূল সনদপত্র জমা দিতে হবে। ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পেলে দিতে হবে ৩ লাখ টাকা। এমন শর্তে রাজি হলে দীপ্তকে একটি ক্যালকুলেটর দেয়া হবে। ওই ক্যালকুলেটর নিয়ে হলে ঢুকলে তাকে প্রশ্নের উত্তর পাঠিয়ে দেয়া হবে। এ প্রস্তাবে আল আমীনের বন্ধু দীপ্ত রাজি হয়। এরপর আবির বলে, পরীক্ষার আগেই লোকজন গিয়ে দীপ্তকে ক্যালকুলেটর ব্যবহারের নিয়ম জানিয়ে দেবে। এমন আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধু দীপ্ত পরীক্ষার আগে আল আমীনের হলে যায়। পরীক্ষার আগের দিন আবির ফোন করে আল আমীনকে জানায়, দুই ছোট ভাই আসবে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। ভোর সাড়ে ৬টার দিকে আবিরের দু'জন লোক আল আমীনের কাছে যায়। তবে আবির আসেনি। আবিরের বদলে সিলেট আসে ঈশান ইমতিয়াজ হৃদয়।

২৬ নভেম্বর শাবির ভর্তি পরীক্ষার দিন নকল সরবরাহের ক্যালকুলেটর আকৃতির ১৭টি ডিভাইসসহ জালিয়াত চক্রের ৮ সদস্য গ্রেফতার হয়। গ্রেফতারকৃতরা হল বগুড়ার গুগল অ্যাডমিশন অ্যান্ড ইনফরমেশনের শিক্ষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ঈশান ইমতিয়াজ হৃদয়, শাবির ছাত্রলীগকর্মী আল আমীন, শাবির ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী নাজিম উদ্দিন দীপ্ত, মাহির আসেফ, মাসরুর হোসেন বাপ্পী, মোস্তফা গালিব আল ফায়সাল, সেলিম রেজা ও জিয়াউর রহমান। তবে জালিয়াত চক্রের মূল হোতা বগুড়ার গুগল ইনফরমেশন সেন্টার অ্যান্ড কোচিং সেন্টারের পরিচালক আবির হোসেন জিসান ও সৈকত হাসান এখনও গ্রেফতার হয়নি।